গবেষণা নীতিমালা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
(৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৩তম বিওজি সভায় অনুমোদিত)

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১.০ **নামকরণ এবং প্রারম্ভিকতা**

১.১ এ সংশোধিত নীতিমালাটি 'বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা নীতিমালা (সংশোধিত) ২০১৮' নামে অভিহিত হবে।

১.২ এ গবেষণা নীতিমালাটি অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বলবৎ হবে।

১.৩ সংজ্ঞা

এ নীতিমালার জন্য নিম্নের সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে:

১.৩.১ 'বিওজি' বলতে বিপিএটিসি'র বোর্ড অব গভর্নরসকে বোঝাবে।

১.৩.২ 'কেন্দ্র' বলতে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-কে বোঝাবে।

১.৩.৩ 'অনুষদ সদস্য' বলতে বিপিএটিসি'র নবম বা তদূর্ধ্ব সকল গ্রেডের যে-কোনো কর্মচারীকে বোঝাবে।

১.৩.৪ 'কোর কোর্স' বলতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এফটিসি), উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি), সিনিয়র স্টাফ কোর্স (এসএসসি) এবং পলিসি, প্লানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোর্স (পিপিএমসি)-কে বোঝাবে।

১.৩.৫ 'গবেষণা কমিটি' বলতে বিপিএটিসি কর্তৃক গঠিত গবেষণা কমিটিকে বোঝাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গবেষণা নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২. ০ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ লক্ষ্য

কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যগণকে গবেষণা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একটি রূপরেখা প্রদান করা।

২.২ উদ্দেশ্যসমূহ

(ক) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৬ এর (ঙ) মোতাবেক প্রশাসন ও উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য গবেষণা ও পরামর্শদান কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সুশাসন ও জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উপদেশনায় নেতৃত্ব প্রদান ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(গ) কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অনুষদ সদস্যগণের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে গবেষণার সংস্কৃতি চালু করে জ্ঞান ও উদ্ভাবন ক্ষমতার বিকাশ;

(ঘ) কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যগণকে গবেষণা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একটি রূপরেখা প্রদান করা এবং গবেষণা ও উন্নয়নের নিরন্তর বিকাশের জন্য একটি কাঠামো প্রস্তুত;

(ঙ) গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফল প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার;

(চ) কেন্দ্র, গবেষকবৃন্দ এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে গবেষণা ও উপদেশনা সক্ষমতার উন্নয়ন;

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ এর উদ্দেশ্যে বোর্ড অব গভর্নরস এর অনুমোদনক্রমে দেশীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষে যৌথভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;

(জ) অন্যান্য গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে গবেষণার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফল বিনিময়।

২.৩ বিপিএটিসিতে গবেষণার পরিধি

২.৩.১ কেন্দ্রের তহবিলের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (TNA-training needs assessment), প্রশিক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহার (PTU- post-training utilisation), প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরূপণ, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি, প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচির উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং কেইস তৈরি;

২.৩.২ এ নীতিমালা কেন্দ্রের তহবিলের উৎস নির্বিশেষে প্রাপ্ত (রাজস্ব, উন্নয়ন বাজেট, প্রকল্প, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বা অন্য যেকোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থে) অর্থের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, দেশের লোক-প্রশাসন ও উন্নয়ন, সুশাসন, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং এতৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ;

২.৩.৩ অর্থের উৎস নির্বিশেষে কেন্দ্রের সকল গবেষণা কর্মের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা;

২.৩.৪ উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত এবং বৈদেশিক সংস্থা বা অন্য কোনো সংস্থার অনুরোধকৃত গবেষণা কর্ম ব্যবস্থাপনা; এবং

২.৩.৫ কেন্দ্রের রাজস্ব বাজেট বহির্ভূত অর্থের সাহায্যেও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়নের জন্য পরামর্শমূলক গবেষণা।

২.৪ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাঠ সমীক্ষা (Field Study of Foundation Training Course)

২.৪.১ পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) কেন্দ্রের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাঠ সমীক্ষা কার্যক্রম সমন্বয় করবে এবং কেন্দ্রের জার্নালে প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বিপিএটিসি'র গবেষণা ব্যবস্থাপনা

৩.০ গবেষণা কমিটির কাঠামো

৩.১ কেন্দ্রের পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) গবেষণা সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে

৩.২ কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি গবেষণা কমিটি থাকবে। এ কমিটি কেন্দ্রের বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক গঠিত হবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে:

(ক) বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক মনোনীত সদস্য: **সভাপতি**

(খ) কেন্দ্রের সকল এমডিএস (পদাধিকার বলে): **সদস্য**

(গ) কেন্দ্রের রেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য মনোনীত ২ (দুই) জন কেন্দ্র বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ: **সদস্য**

(ঘ) পরিচালক, গবেষণা ও উন্নয়ন (পদাধিকার বলে): **সদস্য-সচিব**

৩.৩ গবেষণা কমিটির কার্যপরিধি

(১) কেন্দ্রের সকল গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা করা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

(২) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে অভিমত প্রদান করা; এবং

(৩) সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনে গবেষণা নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের সুপারিশ করা।

৩.৪ গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা (Reviewing) এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়া

৩.৪.১ পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য কেন্দ্রের অনুষদ সদস্যগণের নিকট থেকে গবেষণা প্রস্তাব আহবান করবেন। তবে অনুষদ সদস্যগণ বছরের অন্য যে-কোনো সময়েও গবেষণা প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন। অনুষদ সদস্যগণ কেন্দ্রের গবেষণায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং দেশের সরকারি অন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণকে সম্পৃক্ত করতে পারবে।

৩.৪.২ কেন্দ্রবহির্ভূত গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রের গবেষণায় আকৃষ্ট করা এবং গবেষণাকে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) টি দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা এবং ১টি ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গবেষণা প্রস্তাব আহবান করা হবে।

৩.৪.৩ গবেষণা প্রস্তাবগুলি যথাযথ কাঠামো অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা হবে।

৩.৪.৪ যেসব গবেষণা প্রস্তাব নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি নিয়ে প্রতি বছরের মার্চ মাসে অনুষদ সেমিনারের আয়োজন করা হবে। কেন্দ্রের বাজেটের গবেষণা উপ-খাত হতে সেমিনারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৩.৪.৫ প্রাথমিক বাছাই-এর উদ্দেশ্যে রেক্টর কর্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক অনুষদ সদস্য ও কেন্দ্র বর্হিভূত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাবগুলিকে মূল্যায়ন করা হবে।

৩.৪.৬ যে সকল অনুষদ সদস্য গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করবে, তাঁরা মূল্যায়নকারী হবে না।

৩.৪.৭ গবেষণা কমিটির কোনো সদস্য গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নকারী হবে না।

৩.৪.৮ প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়নকারীগণ গবেষণা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ করে গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন করবে।

৩.৪.৯ ন্যূনতম ৫০% নম্বর প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ সেমিনারে প্রাপ্ত মতামতসমেত গবেষণা কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে।

৩.৪.১০ মূল্যায়নকারী কর্তৃক প্রাপ্ত নম্বর ও সেমিনার হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা কমিটি গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর রেক্টর মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবে।

৩.৪.১১ অনুমোদন না করার বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে রেক্টর গবেষণা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করবেন এবং কেন্দ্রের গবেষণা কর্ম সম্পর্কে বোর্ড অব গভর্নরসকে অবহিত করবে।

৩.৪.১২ রেক্টর গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিমত অনুসারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিবে।

৩.৪.১৩ পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে আদেশ জারি করবে।

৩.৪.১৪ উপ-পরিচালক (গবেষণা) এর অনুরোধক্রমে উপ-পরিচালক (অর্থ) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তির অর্থ অগ্রিম প্রদান করবে।

৩.৫ গবেষণা প্রকল্পের ধরন

৩.৫.১ অনুমোদিত বাজেট অনুসারে দুই ধরনের প্রকল্প পরিচালিত হবে:
(ক) ক্ষুদ্র প্রকল্প যার বাজেট অনূর্ধ্ব ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা এবং
(খ) বড় প্রকল্প যার বাজেট ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) টাকার বেশি। তবে প্রকল্পের আর্থিক পরিধি রেক্টর সময়ে সময়ে নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৬ গবেষণা উপদেশনা

৩.৬.১ কেন্দ্র, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পক্ষে, জনগণের জন্য ঐ সকল সংস্থার প্রদেয় সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সুশাসন সম্পর্কিত পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অর্থে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রতি ক্যালেন্ডার বছর-এর শুরুতেই তার গবেষণার চাহিদা জানার জন্য পত্র প্রেরণ করবে; চাহিদা পাওয়ার পর পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) আগ্রহী ও গবেষণার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যগণের মধ্য থেকে একটি গবেষণা দল/টীম গঠন করবেন। যে সংস্থার পক্ষে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট গবেষণা কর্ম সম্পাদন করবে ঐ সংস্থার সাথে এমডিএস (আর এন্ড সি) মতৈক্যের জন্য আলোচনা করবেন এবং চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। কেন্দ্রবর্হিভূত যেপক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্য পরিচালিত হবে, উক্ত গবেষণা কর্মে সেই পক্ষের একজন বিশেষজ্ঞ থাকবেন। সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গবেষণা দলের উপদেষ্টা হিসাবে থাকতে পারবে।

৩.৬.২ কেন্দ্রের পক্ষে এমডিএস (আর এন্ড সি) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত পত্রের অনুকূলে সাড়া দিয়ে গবেষণা ও উপদেশনা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে। এমডিএস (আর এন্ড সি) এ কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি Terms of Reference (ToR) প্রস্তুত করে রেক্টরের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। কাজের ধরন অনুযায়ী Terms of Reference (ToR) টি পরিবর্তন করা যাবে।

৩.৬.৩ কেন্দ্রবহির্ভূত উৎসের অর্থায়নে সম্পাদিত গবেষণা কাজে উপ-পরিচালক (গবেষণা) ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে।

৩.৭ গবেষণা তথ্য ভান্ডার

৩.৭.১ উপ-পরিচালক (গবেষণা) কেন্দ্রের সকল গবেষণা কর্মের তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণ করবে।

৩.৮ গবেষণা কার্যক্রম মূল্যায়ন

৩.৮.১ প্রতিটি বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২ (দুই) জন মূল্যায়নকারী কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত হবে। কোনো কারণে গবেষণা কমিটির সভা আয়োজনে বিলম্ব হলে রেক্টর মূল্যায়নকারী নির্ধারণ করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন কেন্দ্রবহির্ভূত বিশেষজ্ঞ ও কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা মূল্যায়নকারীর দায়িত্ব পালন করবে। উক্ত মূল্যায়নকারীগণ গবেষণা প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও পরিধির আলোকে পরামর্শ প্রদান করবে, এ নীতিমালার ৩.১৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সেমিনারের মাধ্যমে গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞমতামত প্রদান করবেন এবং গবেষণার প্রত্যাশিত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। ক্ষুদ্র প্রকল্পে একজন মাত্র মূল্যায়নকারী থাকবে।

৩.৯ গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

৩.৯.১ একটি গবেষণা প্রস্তাবে প্রধানত অন্তর্ভুক্ত থাকবে--

(ক) ভূমিকা/গবেষণা সমস্যা (Research problem)
(খ) গবেষণার যৌক্তিকতা
(গ) গবেষণার উদ্দেশ্য
(ঘ) গবেষণার পরিধি
(ঙ) গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ)
(চ) বিশ্লেষণ/উপাত্ত উপস্থাপন পরিকল্পনা
(ছ) গবেষণা প্রকল্পে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিবর্গ
(জ) কর্ম পরিকল্পনা এবং সময়সীমা
(ঝ) বাজেট
(ঞ) গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক এবং/অথবা যুগ্ম-পরিচালকের জীবন বৃত্তান্ত।

৩.১০ গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ

৩.১০.১ গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ সাধারণভাবে অর্থবছরের মধ্যে সীমিত থাকবে। তবে গবেষণা অধিশাখার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রের রেক্টর প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।